ভাষার সংকেত চিহ্ন

১.	‘ ’	ধাতু নির্দেশক
২.	‘/’	বিকল্প বা সমান্তরাল প্রয়োগজ্ঞাপক চিহ্ন।
৩.	//	বন্ধনীভুক্ত ধ্বনিমানজ্ঞাপন বা আরোপিত।
৪.	<	উৎপত্তির বা পূর্ববর্তী রূপের গতিদ্যোতক চিহ্ন, যেমন - ক < খ অর্থাৎ ক, খ থেকে উৎপন্ন।
৫.	>	পরিণতি বা বিকাশের গতিদ্যোতক চিহ্ন, যেমন - ক > খ অর্থাৎ খ, ক থেকে উৎপন্ন।
৬.	*	অনুমানসিদ্ধ, সম্ভাব্য বা পুনর্গঠিত রূপ।
৭.	=	সমান পর্যায় দ্যোতক চিহ্ন, সগোত্রজ।
৮.	~	সহরূপিম বা উপরূপিম নির্দেশক।
৯.	+	সংযোগবাচক অথবা রূপের প্রসারতাসূচক। কোন গ্রন্থ বা ভাষার পরবর্তী চিহ্ন অনুক্রমবাচক (যেমন, প্রাবা + অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলা এবং পরবর্তী স্তরে লভ্য।
১০.	—	বর্ণের পূর্বে অন্ত্যবর্ণসূচক (যেমন, ইলঃ যাইল); পরে আদিবর্ণসূচক (যেমন, বে- : বেপরোয়া); বর্ণের পূর্বে ও পরে ধ্বনিজ্ঞাপক বা মধ্যগত বর্ণসূচক (যেমন, -গ- : আগত)। পদ মধ্যস্থিত চিহ্ন সমাসগত (যেমন, ধর্ম-কর্ম)।

বানানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত ‘আকাদেমি বানান অভিধান’ গ্রন্থের বানান-বিধি মান্য করা হয়েছে। তবে উপভাষার বানান যথাসম্ভব উচ্চারণ অনুযায়ী রাখা হয়েছে।